দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 3 0 MAR 1997
পৃ ১ কলাম ৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫ ঘন্টা থাকিয়া প্রধানমন্ত্রী অনেক সমস্যার কথা শুনিলেন ।। তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিলেন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ৮টি শিক্ষা বোর্ডের অব্যবস্থা দূর করা ও বোর্ড সমূহের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে অবিলম্বে একটি টাস্কফোর্স গঠনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়াছেন। গতকাল (শনিবার) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদ পূরনেও অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন। মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে প্রায় ৫ ঘন্টাব্যাপী এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(১৫শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে

(১ম পৃঃ পর)

শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, ক্যাবিনেট সচিব আতাউল হক, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ এম এ সামাদ, শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও আটটি বোর্ডের চেয়ারম্যানগণ এই বৈঠকে যোগদান করেন।

গতকাল প্রায় ৫ ঘন্টা শিক্ষা-মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বসিয়া মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের বক্তব্য শ্রবণ করিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রশ্নপত্র ফাঁস, বোর্ডসমূহের অব্যবস্থা, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রসঙ্গ, ছাত্র বৃত্তি, শিক্ষার হার বৃদ্ধিসহ শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত বলিলেন, সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। এই লক্ষ্যে সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইবে। তবে ইহার পূর্ব শর্ত হইল কাজের প্রতি বিশ্বস্ততা। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ২৫ বছর পরও দেশে শিক্ষিতের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌছায় নাই। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে গতকাল শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছিল প্রাণচাঞ্চল্য। সকাল সাড়ে ৮টায় প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ে পৌছিলে শিক্ষা মন্ত্রী এ এইচ কে সাদেক এবং শিক্ষা সচিব আবদুল্লাহ হারুন পাশাসহ অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাহাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

মন্ত্রণালয়ে সাজ সাজ রব পড়িয়া যায়। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে কর্মকর্তাদের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন। একান্ত আপনজনের মত সকলের নিকট বক্তব্য শুনিতে চান। কর্মকর্তারা একে একে বক্তব্য তুলিয়া ধরেন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত

বৈঠকে আলোচিত বিষয় ছিল এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস। প্রধানমন্ত্রী কর্মকর্তাদের বক্তব্য শ্রবন করিয়া বলেন, পাবনায় বিদ্যুৎ টাওয়ারের নাশকতামূলক ঘটনা এবং প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টা একযোগে করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে বিব্রত করা। তিনি বলেন, প্রশ্ন ফাঁসের চেষ্টায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

এখন হইতে প্রেসিডেন্টই হইবেন চ্যান্সেলর

বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর প্রসঙ্গ উঠিলেই প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইলেন কিভাবে ? শিক্ষা সচিব বিগত সরকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ইচ্ছায় কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ম পরিবর্তন করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে চ্যান্সেলর করা হইয়াছিল। ঐ নিয়মই এখনও চলিতেছে। শিক্ষা সচিবের বক্তব্য শুনিয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এই নিয়ম বাতিল করুন। পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেন্টই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলর হইবেন।

বাকী ২০ভাগ দিয়া দিলে ক্ষতি কি

বৈঠকে বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন-ভাতার সরকারী অনুদান প্রসঙ্গ উঠিলে কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ বেতন-ভাতার শতকরা ৮০ ভাগ সরকারী তহবিল হইতে পাইতেছে না। প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া বলেন, অবশিষ্ট ২০ ভাগ শিক্ষকদের দেওয়া যায় কিনা ভাবিয়া দেখুন।

বোর্ডসমূহের অব্যবস্থাপনা প্রসঙ্গ

বৈঠকে দেশের ৮টি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা গ্রহণ, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং আভ্যন্তরীণ দলাদলি প্রসঙ্গ তোলা হয়। আলোচনার পর এই ব্যাপারে একটি টাস্কফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই টাস্কফোর্সকে ৩ মাসের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।

ছাত্র-ছাত্রীদের উপর সিলেবাসের বোঝা কমানোর পরামর্শ

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পরীক্ষা পদ্ধতি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসের পড়াশুনার ধরন পাল্টানো দরকার। বর্তমানে নীচু ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার চাপ এত বেশী যে তাহারা সিলেবাস দেখিলেই ভয় পায়। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের সিলেবাস ভীতি দূর করা দরকার। ছেলেমেয়েরা যাহাতে আনন্দের সহিত পড়াশুনার আগ্রহ পায় সেই ধরনের সিলেবাস প্রণয়ন করা দরকার।

দুই সেমিস্টারে এসএসসি পরীক্ষা

বৈঠকে বোর্ডের পরীক্ষায় নকল প্রবণতা ও পড়াশুনার চাপ কমানোর লক্ষ্যে দুই সেমিষ্টারে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখার জন্য প্রধানমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের পরামর্শ দেন।

আগামী পরিকল্পনা

বৈঠকে নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়। ভবিষ্যতে ১২টি জেলা শহরে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, দেশের বিভিন্ন শহরে ৫০টি নূতন মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়াছে। কেননা একমাত্র শিক্ষাই বহু সামাজিক সমস্যা বিদূরিত করিতে পারে। উন্নয়নের সুফল গণমানুষের দোরগোড়ার পৌঁছাইয়া দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়াই সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের বিনিময়ে জাতি স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির জনকের স্বপ্নের দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত এবং সমৃদ্ধ জাতি গঠনে আমরা প্রচেষ্টা চালাইতেছি। মহান মুক্তিযুদ্ধের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করিতে হইবে। তিনি বলেন, যে বিপুল জনগোষ্ঠীকে আপাতঃ দৃষ্টিতে জাতির বোঝা হিসাবে দেখা হয় উহাকে শক্তিশালীজনসম্পদে রূপান্তরিত করিতে শিক্ষার বিকল্প নাই। পূর্ববর্তী সরকারের মত আমরা জাতিকে সাময়িক বা অস্থায়ী ভিত্তিতে চালাইতে পারি না। আমাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সুচিন্তিত নীতিমালা ও অগ্রবর্তী পরিকল্পনার ভিত্তিতে চলিতে হইবে। তিনি বলেন, তাঁহার সরকার সকল কিছুকে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরাইয়া আনিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। রাজনৈতিক অস্তিত্বের জন্য তাঁহার সরকার কোন মহলের সাহায্য বা আশ্রয় নিবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহিত তাঁহার পরবর্তী বৈঠকের পূর্বেই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অধিবেশনে জানান হয়, শিক্ষার গুনগত মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, কর্মমুখী শিক্ষা ইত্যাদি লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরবর্তী পাঁচসালা পরিকল্পনায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিকট ১০ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকার বরাদ্দের জন্য প্রস্তাব পেশ করিয়াছে।